"তোমরা মসজিদকে ঘুমাবার স্থান বানাইও না।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী)

তাবলীগ জামাতের গোঁমর ফাঁস

মুফতী সাইফুল ইসলাম জালালী

بسم الله الرحمن الرحيم

'তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)' (বুখারী ও মুসলিম)

প্রচলিত তাবলীগ আবিষ্কার

নবীজির যুগে তাবলীগ ছিল, সাহাবায়ে কেরামগণ তাবলীগ করেছেন এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণও তাবলীগ করেছেন। তবে বর্তমানে আমরা যে তাবলীগ করি সেরকম ছিলনা। তাঁদের তাবলীগ ছিল সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস অনুযায়ী। বর্তমানে প্রচলিত যে তাবলীগ অর্থাৎ ইলিয়াছি তাবলীগ, তা সম্পূর্ণ ইসলামী আকিদার বিরোধী। আমার তাবলীগ ভাইয়েরা ছয় উসুলের কথা বলে। ছয় উসুল হলো- ১) কালিমা ২) নামাজ ৩) এলেম ও জিকির ৪) ইকরামুল মুসলিমীন ৫) তাসহীহে নিয়ত (সহিহ নিয়ত) এবং ৬) নফর ফি সাবিলিল্লাহ (তাবলীগ)। উসুল আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো ভিত্তি। উসুলের একটি আরবী প্রতিশব্দ হলো বুনিয়াদ। যার অর্থও ভিত্তি। **তাবলীগ ভাইয়েরা বলে আমরা ইসলামের ছয় উসুলের দাওয়াত দেই। আমার কথা হলো আপনারা ছয় উসুল বা ভিত্তি কোথা হতে আমাদানী করলেন? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি।** যথা ঃ ১) কালিমা ২) নামাজ ৩) রোজা ৪) যাকাত ৫) হজ্ব। **আমার তাবলীগ ভাইয়েরা ইসলামের উসূল তথা বুনিয়াদ তথা ভিত্তি হতে রোজা, হজ্ব ও যাকাত বাদ দিলেন কোন অধিকারে? এটা কি আল্লাহর নবীর সাথে বিরোধীতা করা নয়?** হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ নবী, তারপরে আর কোন নবী আসবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাঁচ উসুল বাদ দিয়ে আমার তাবলীগের ভাইয়েরা ছয় উসুল আবিষ্কার করলো। যার মধ্যে রোজা, হজ্ব ও যাকাত নাই। **তাই তারা ইসলামের পাঁচ উসুল বাদ দিয়ে নবীকে অস্বীকার করলো।** যারা নবীজিকে অস্বীকার করলো তারা মুসলমান না কাফের- এই ফতোয়ার ভার পাঠকগণের উপর ছেড়ে দিলাম। উল্লেখ্য যে, কাফের শব্দের অর্থ হলো সত্যকে অস্বীকারকারী বা সত্য গোপনকারী। তাবলীগের ভাইয়েরা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে শুধু নামাজের দাওয়াত দেয়, চিল্লাহর দাওয়াত দেয়, তিনদিনের দাওয়াত দেয়। তাবলীগে গিয়ে দেখেছি, বিশ্ব ইজতিমায় গিয়ে দেখেছি শুধু নামাজ পড়, নামাজ পড়। 'বান্দার হক্ব নষ্ট কর না' এমন কথা জোড় দিয়ে কেউ বলে না।

ইসলামী তাবলীগের প্রবক্তা হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামী তাবলীগ শুরু হয়েছে হেরা গুহা হতে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত যে তাবলীগ আমরা দেখতে পাই, তার উদ্ভাবক ও প্রবক্তা হলেন ভারতের মেওয়াত নামক স্থানের মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতী। তার বাবা চিশতীয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। কিছু বর্ণনা মতে ইলিয়াছের পিতা চিশতীয়া তরিকার একজন পীর ছিলেন। তাই পীরের ছেলে হিসেবে সবাই তাকে সম্মান করতো। পিতার ইন্তেকালের পরে তিনি সুযোগ বুঝে

Yaadrijblogspot.co

নতুন দল তথা তাবলীগ জামাত আরম্ভ করতে থাকে। কোন লোভে বা কিসের তাড়নায় তিনি সঠিক পথ বাদ দিয়ে ভ্রান্ত পথের আবিষ্কার করলেন? নিশ্চিত ব্রিটিশদের কোন চক্রান্ত আছে। কেননা ব্রিটিশ সরকার টাকা ছিটিয়ে দুশ্চরিত্র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব-কে দিয়ে ইসলামের মধ্যে ভ্রান্ত একটি দল সৃষ্টি করেছে, যা ওহাবী দল নামে পরিচিত। আর তাবলীগ দল ওহাবী দলেরই অংশ। কেননা ইলিয়াছ মেওয়াতী ওহাবী গুরু ঠাকুর রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর শিষ্য। ওহাবীরা তাবলীগীদের দিয়ে মুসলমানদেরকে ভেড়ার দলে পরিনত করছে। ভেড়ার দলের চলার পথে একটা ভেড়া যদি কোথাও লাফ দেয়, তাহলে সমস্ত ভেড়াগুলিও সেখানে লাফ দেয়। ভেড়াগুলি পর্যবেক্ষণ করে না যে, সামনে আসলেই কিছু আছে কিনা। তাবলীগের অধিকাংশ মানুষ সেই ভেড়ার দলের মত আচরণ করে। তাবলীগে গিয়ে তারা কোন অনুসন্ধান না করেই সবাই যা করে সেও তাই করে।

১৯২৫ইং সালে (বাংলা ১৩৪৫) তাবলীগ জামাতের যাত্রা শুরু হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশের মেওয়াত অঞ্চলের মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতী এই ভ্রান্ত তাবলীগ আবিষ্কার করে স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বয়ং ইলিয়াছ মেওয়াতি বলেন, **"আজকাল খাবমে মুঝপর উসমে সহীহাকা এলকা হোতা হায়"। অর্থাৎ আজকাল স্বপ্নে আমার উপর ওহী বা ঐশী বাণীর আগমণ ঘটেছে।** যখন এই স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ নিজ অঞ্চলে প্রচার করতে থাকে, তখন মেওয়াত অঞ্চলের আলেম-উলামা ও সাধারণ মানুষ ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। মেওয়াত অঞ্চলের আলেমগণ বলেন, ইহা ইসলামের পরিপন্থী এবং ইসলাম বহির্ভূত কাজ, সে নবী দাবী করছে। উত্তরে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, তোমরা আমার স্বপ্নের কথাটুকুই অন্তত বিশ্বাস কর। **'উস তাবলীগ কা তরীকা ভি মুঝপর খাবমে মুনকাশিফ হুয়া" অর্থাৎ আমার কর্তৃক স্বপ্নযোগে একটি তাবলীগ ধারা উদঘাটিত ও বিকশিত হচ্ছে (মালফুজাত নং ৫০)।** সেজন্য তিনি যাতে বেশী বেশী করে ঘুমাতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে (মালফুজাত নং ৫০)। পরবর্তীতে ইলয়াছ মেওয়াতীকে মেওয়াত অঞ্চল হতে আলেমগণ বের করে দেয়। এজন্য ইলয়াছ মেওয়াতী তার নিজ অঞ্চলের মানুষগণকে মুশরিক হতে অধম বলতেন (মালফুজাত নং ১৬৩)। তিনি অন্য অঞ্চলে গিয়ে তার কাজ করতে থাকেন।

স্বপ্ন শরিয়তের কোন দলিল নয়। স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকেও হয়। যেমন ইলিয়াছ মেওয়াতীর ভক্ত মাওলানা জাকারিয়া 'ফাজায়েলে হজ্জ' এর ১৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম বা নিষেধ যদি স্বপ্নে দেখা যায় তাহলে সেটাকে কুরআন-হাদীসের সামনে পেশ করতে হবে। যদি তা কুরআন-হাদীসের খেলাফ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, স্বপ্নে শয়তানী প্রভাব আছে।' যেহেতু ৬ উসুলি তাবলীগ কুরআন-হাদীস বিরোধী, তাই মাওলানা জাকারিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী ইলিয়াছ মেওয়াতীর স্বপ্নে শয়তানী প্রভাব রয়েছে। তাই ইলিয়াছি তাবলীগ সম্পূর্ণভাবে ইলিয়াছ মেওয়াতির মনগড়া মতবাদ, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাবলীগের সাথে বিরোধপূর্ণ। এর আরও প্রমান পাওয়া যায় মাওলানা জাকারিয়া কর্তৃক লিখিত 'ফাজায়েলে তাবলীগ' কিতাবে। উক্ত কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেন,

"দ্বীন ও দ্বীনের বিধানসমূহ উপক্ষো করিয়া নিজের মনগড়া চিন্তা ধারার মাধ্যমে দ্বীনের উন্নতি কামনা করা হইতেছে।" তাই ইলিয়াছি তাবলীগ যে মনগড়া, এতে কোন সন্দেহ নেই। মূলতঃ ইলিয়াছ মেওয়াতীর মনের ইচ্ছা তিনি একটি নতুন দল গঠন করবেন। ইলিয়াছ মেওয়াতী তার শিষ্য জহিরুল হাসানকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমার একটি নতুন দল সৃষ্টি করতে হবে (সূত্রঃ তাবলীগী দর্পণ)।"

১৯৩৮ সালের ১৪ই মার্চ সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহর সাথে ইলিয়াছ মেওয়াতী ৪/৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলসহ সাক্ষাত করেন। তিনি এই সাক্ষাত ও আলোচনার পর থেকে 'তাবলীগ জামাতের' কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করেন। মূলত তাবলীগ একটি নতুন দল। এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে ভারতের দিল্লীর নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহ.) এর মাজার সংলগ্ন মসজিদ। দ্বিতীয় কেন্দ্র হচ্ছে পাকিস্তানে এবং তৃতীয় প্রচারকেন্দ্র হচ্ছে বাংলাদেশের কাকরাইল মসজিদ, যা তাবলীগীদের থাকার হোটেল নামে পরিচিত। কাকরাইল মসজিদে গেলে এটা যে মসজিদ তা বোঝার উপায় নেই। শুধু কাপড়-চোপর টানানো এবং মাছ বাজারের মত লোকজনের চিল্লাচিল্লী। কাকরাইল মসজিদে অন্যান্য মসজিদের মত মেহরাব তথা ইমাম দাঁড়ানোর মুসাল্লা নেই। তাই সুন্নী আলেমদের মতে কাকরাইল মসজিদ প্রকৃত মসজিদ নয়।

তাবলীগ কাদের জন্য?

তাবলীগ অর্থ প্রচার করা বা দাওয়াত দেওয়া। কিসের দাওয়াত? দ্বীনের দাওয়াত অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাবলীগ কি সবাই করতে পারবে? এর উত্তর কুরআন শরীফেই আছে। তাবলীগ সকলের জন্য নয়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন শরীফে সুরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একদল এমন হওয়া উচিৎ যারা কল্যাণ বা ইসলামের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হচ্ছে কামিয়াব বা সফলকাম।" (সুরা আলে ইমরান-১০৪)

উপরোক্ত আয়াতে 'তোমাদের মধ্যে একদল লোক' এই কয়টি শব্দ দ্বারা ইহাই পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, দাওয়াত বা তাবলীগ করার নির্দেশ সমস্ত মুসলমানদের উপর নয় বরং মুসলামনদের মধ্যে একদল অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায়ের উপর ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াতে নির্দেশিত তাবলীগ ইসলামের প্রথম যুগ হতে অদ্যাবধি ওলামায়ে কেরামগণ ও ওলি আল্লাহগণ এবং হাক্কানী পীর মাশায়েখগণ করে আসছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে বায়জাভী'তে বলা হয়েছে-" আয়াতে مِنْكُمْ (মিনকুম) এর من 'মিন' শব্দটি কতক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা সৎ কাজের নির্দেশ দান করা ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজ,

যাকে ফরজে কেফায়া বলে। কারণ এ কাজ সম্পাদনের জন্য যে শর্তাবলী রয়েছে, যেমন- শরিয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, এলমে মারেফত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, আহকাম বা বিধি-নিষেধের তাৎপর্য এবং এগুলি প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া ইত্যাদি। অথচ এ সমস্ত শর্ত সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

আল্লামা আবু আবদিয়াহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী (রহ.) তদীয় 'কুরতুবী শরীফ' এর জুজে বাবে ১৬২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

"আয়াতে উল্লেখিত مِنْكُمْ (মিনকুম) এর مِن 'মিন' শব্দটি 'তাবঈজ' বা কতক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর মমার্থ হলো-নিশ্চয়ই উল্লেখিত বিষয়সমূহ (কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ) উলামায়ে কেরামের উপর ওয়াজিব কেননা প্রত্যেক লোক আলেম নহে। কারণ নেক কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ফরজে কেফায়া।

তাহলে বুঝতে পারলাম যে, তাবলীগ ফরজে কেফায়া। যেমন- জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের আদায় হয়ে যায়। তেমনিভাবে তাবলীগও ফরজে কেফায়া। কিছু সংখ্যক লোক তথা ওলামায়ে কেরামগণ ও ওলি আল্লাহগণ এবং হাক্কানী পীর মাশায়েখগণ আদায় করলে সকলের আদায় হবে যাবে।

তাফসীরে জালালাইন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, "উক্ত আয়াতের مِن 'মিন' শব্দটি দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাবলীগে দ্বীন সম্পাদন করা ফরজে কেফায়া অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজ। এ নির্দেশ সকল উম্মতের প্রতি নয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজের যোগ্য নয়। যেমন-জাহিল বা মূর্খ ব্যক্তি।"

উপরোল্লেখিত তাফসীর হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করার যোগ্য, কেবলমাত্র তারাই তাবলীগের দ্বায়িত্ব সম্পন্ন করবেন। যারা কোরআন সুন্নাহর ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। ঈমানী ও আমলী মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত নয়, তাদের জন্য তাবলীগ করা হারাম। তবে যারা হাক্কানী উলামায়ে কেরামের সোহবতে থেকে ঈমানী ও আমলী যে সমস্ত মাসয়ালা সঠিকভাবে শিখতে সক্ষম হয়েছেন, শুধুমাত্র এ সমস্ত মাসয়ালা অন্যের নিকট প্রচার করতে পারবে।

অনেকে বলতে পারেন, এত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাবলীগ করছে, নামাজ পড়ছে, সুন্নতী লেবাস পড়ছে তারা কি ভ্রান্ত? জবাবে বলতে চাই কাদিয়ানীরাও নামাজ পড়ে, কালিমা পড়ে, সুন্নতী লেবাস পড়ে, তাই বলে কি তারা সঠিক? কাদিয়ানীদের গুরু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নবী দাবী করেছে তাই কাদিয়ানী বা তার অনুসারী ভ্রান্ত যদিও কালিমা-নামাজ পড়ে। তেমনিভাবে ইলিয়াছ মেওয়াতীও পরোক্ষভাবে নবী দাবী করছে বিধায় ইলিয়াছ মেওয়াতী এবং তার অনুসারী তাবলীগ জামাতীগণও ভ্রান্ত যদিও তারা কালিমা-নামাজ পড়ে। কেননা ইলিয়াছ

মেওয়াতী স্বপ্নে এই তাবলীগ পেয়েছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রণিত ৫ উসুল বাদ দিয়ে ৬ উসুল আবিষ্কার করেছেন। তার ৫০নং মালফুজাত খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করলেই আসল উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্ন ওহীরূপে গণ্য হয়, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্ন ওহী হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু ইলিয়াছ মেওয়াতী তার স্বপ্নকে নবুওয়াতের অংশ বানাতে চায় (মালফুজাত নং ৫০)। বোঝার ইচ্ছা থাকলে অল্প কথায় সমাধান হয়ে যায়।

ইসলাম বহির্ভূত দল সম্পর্কে নবীজির ভবিষ্যতবাণী

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর ইসলাম বহির্ভূত দল আসবে। সে সম্পর্কে নবীজি আগেই জানতেন। বিভিন্ন হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে প্রমান পাওয়া যায়। এখানে সেরকম কয়েকটি হাদিস শরীফ পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা হবে অল্প বয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সব চাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা (কুরআন) থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।" (বুখারী শরীফ ১০ম খন্ড, ৬৪৬১ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল বের হবে। যাদের নামাজের তুলনায় তোমরা তোমাদের নামাজকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।" (বুখারী শরীফ ১০ম খন্ড, ৬৪৬২ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৩. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বের হবে যারা তুচ্ছ মনে করবে তোমাদের নামাজকে তাদের নামাজের মুকাবিলায় এবং তোমাদের রোজাসমূহকে তাদের রোজার মুকাবিলায় এবং তোমাদের আমলসমূহকে তাদের আমলসমূহের মুকাবিলায়। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশের নিচে যাবে না। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায়।" (মুয়াত্তা শরীফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হলো মাথা মুন্ডন (মাথা ন্যাড়া করা)।" (বুখারী শরীফ ১০ম খন্ড, ৭০৫২ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত তাবলীগ দল আরবের পূর্বাঞ্চল তথা ভারত হতেই আবির্ভূত হয়েছে। অধিকাংশ আলেম উলামাদের মতামত হলো- উক্ত হাদিস খানা বর্তমান তাবলীগ জামাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা বর্তমান তাবলীগীদের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা বেশী এবং বেশিরভাগ তাবলীগ জামাতের লোকেরা মাথা ন্যাড়া করে রাখে। এটা কে তারা সুন্নত হিসেবে চালিয়ে দিতে চায়।

উপরোক্ত হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইলিয়াছি তাবলীগ একটি নতুন ফিতনা। আরবের পূর্ব দিক (ভারত) হতে এ ফিতনা আবির্ভূত হবে, এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই ভবিষ্যত বাণী করেছেন। বুখারী শরীফে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে।

- আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, 'সাবধান! ফিতনা এখানেই। সাবধান! ফিতনা এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।' (বুখারী শরীফ, ৫ম খন্ড, ৩০৪৯ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
- ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ফিতনা এদিক থেকে আসবে। তিনি পূর্ব দিকে ইশার করলেন।' (বুখারী শরীফ, ৯ম খন্ড, ৪৯১৪ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

তাবলীগ জামাতের কার্যকলাপ

আমি তাবলীগ জামাত করেছি। তাই এ সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত জন্মেছে তা পাঠকদের সাথে আলোচনা করতে চাই। আমার নিকট কয়েকজন তাবলীগ ভাইয়েরা বললো, তিন চিল্লাহ দিলে নাকি জান্নাতে যাওয়া যাবে। অনেক তাবলীগ ভাইদের ধারণা তিন চিল্লাহ দিলে জান্নাত অবধারিত এবং হজ্বে যেতে না পারলে বিশ্ব ইজতিমায় গেলেই চলবে (নাউযুবিল্লাহ)। তিন চিল্লাহ দিলে যদি জান্নাতে যাওয়া যায় তাহলে পাপীদেরকে আরও সুবিধা করে দেয়া হলো। কারণ পাপী ও অসৎ ব্যক্তি মনে মনে বলবে সারাজীবন পাপ করে জীবনে তিনটি চিল্লাহ দিব, তাহলেই সব পাপ খতম। আমার জানা মতে অনেকেই তিন চিল্লাহ দিয়েছে কিন্তু চরিত্র এখনও ঠিক হয়নি, চিল্লাহ দেয়া পর্যন্তই শেষ। যেদিন চিল্লাহ শেষ করে বাড়ীতে আসছে সেদিন হতে উর্দ্ধে সাতদিন নামাজ পড়ছে। তারপর যা ছিল তাই হয়েছে। আমার পরিচিত এক লোক তিন চিল্লাহ দিয়ে আসছে। লম্বা আলখেল্লা পরিধান করে এবং লম্বা দাড়ি রেখেছে। কিন্তু পনের দিন পর দেখলাম তার মুখের দাড়ি নেই, ক্লিন সেভ করেছে। নামাজ পড়া ছুটে গেছে। সে হয়তো মনে মনে ভাবছে তিন চিল্লাহ যখন দিয়েছি তাহলে তো আমি জান্নাতি। আমার আর ইবাদতের দরকার নেই (নাউযুবিল্লাহ)

তাবলীগ ভাইয়েরা আরও একটি ধর্মের নামে অধর্ম করছে। তা হলো হজ্বে যেতে না পারলে বিশ্ব ইজতিমায় গেলেই হবে (নাউযুবিল্লাহ)। কোথায় হজ্ব আর কোথায়

ইজতিমা। কোথায় মক্কা-মদীনা আর কোথায় টুঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়। ইসলামী শরিয়তে তিনটি স্থানে সমাবেশ করা নিষেধ। যথাঃ ১. নদীর পাড়ে ২. কূপের ধারে এবং ৩. অগ্নি কুন্ডলীর নিকটে।" কারণ এই তিনটি স্থান বিপজ্জনক। যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। টঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়ে সমাবেশ করা আর গঙ্গা তীরে জড়ো হওয়া একই কথা। হিন্দুদের যত শশ্মান ঘাট আছে সবই নদীর তীরে অবস্থিত। এছাড়া হিন্দুরা গঙ্গা স্নান করার জন্য নদীর তীরেই জমা হয়। আমার তাবলীগ ভাইয়েরা হয়তো উপরোক্ত বিষয়টি জানেন না। যে সব স্থানে শরিয়ত মতে সমাবেশ করা নিষেধ, সে সব স্থানে উপস্থিত হওয়াকে হজ্বের সমতুল্য বা কাছাকাছি মনে করা সম্পূর্ণভাবে ঈমানের বিপরীত। এরূপ বিশ্বাস করলে তাঁর ঈমান থাকবে না। ফলে দেখা যায়, বিশ্ব ইজতিমার দোয়ার ৩০-৪০ লাখ মানুষের কান্নাকাটিতেও কোন বিজয় আসছে না, মুসলিম ভূমিতে কোন শান্তিও আসছে না। বরং আধিপত্য বাড়ছে কাফের, ফাসেক, মুশরিক, মুনাফিকসহ নানারূপ দুর্বৃত্তদের। অথচ এ দোয়ার মাহফিলে চমক আনার জন্যই তাবলীগ জামাতের মহা আয়োজন। তাদের এ কথা জানা দরকার যে, মুসলমানদের উপর আল্লাহর সাহায্য স্রেফ দোয়ার ডাকে আসে না। আসে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিম সুন্দরভাবে আঁকড়ে ধরার উপর ভিত্তি করে। তাই হলপ করে বলা যায়, তাবলীগ জামাতের দলই ভারী হয়েছে অর্থাৎ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সঠিক ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি।

১৯৬৫ সালে ঢাকায় প্রথম ইজতিমা শুরু হয়। এর আগে এই ইজতিমা অনুষ্ঠিত হত কাকরাইল মসজিদে। পরবর্তীতে টঙ্গির তুরাগ নদীর পূর্ব তীরে এ ইজতিমার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইসলামী শরীয়তে নিম্নোক্ত স্থানে ইজতিমার অনুমতি রয়েছে। যথাঃ-

১. আরাফাত ময়দানে হজ্বের মৌসুমে হাজীগণের সমাবেশ শরিয়ত সম্মত। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হজ্ব মৌসুমে বিদায় হজ্বের ভাষণ প্রদান করেছেন। সে জন্য বিশ্ব মুসলিমের তথায় সমাবেশ ঘটানো চিরকালের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। এটাকেই বিশ্ব ইজতিমা বলা হয়। এর কোন বিকল্প হতে পারে না। এর সাথে কোন ইজতিমার তুলনাও করা যাবে না। এ ইজতিমায় অবিশ্বাসী নিশ্চিত কাফের।

২. জুমার দিন সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশ্ব মুসলিমের মসজিদের ইজতিমা শরিয়ত অনুমোদিত। এ ইজতিমার কথা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৩. ওলীমা, খাতনা, বিবাহ, শাদী, জানাজার ইজতিমার ক্ষেত্রেও সময় বিশেষ ইহা ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব। ইসলামী শরিয়তে এ সব স্থানে একত্রিত হওয়ার অনুমতি আছে।

৪. জিহাদ বা যুদ্ধের ডাক পড়লে তখন নর-নারী সকলের জন্য যথাযোগ্য স্থান-কাল ব্যক্তি বিশেষে কোন এক স্থানে একত্রিত হওয়া ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব।

এ ছাড়া দুনিয়ার যে কোন স্থানে সমাবেশ ঘটানো শরিয়ত সম্মত নয়, বরং অবৈধ। বর্তমান যুগে ঢাকার টুঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে যে জামায়াত হচ্ছে সেই জামায়াত ইসলামী শরিয়তের অনুমোদিত নয়। যদি কেউ ঐ তাবলীগ জামাত তথা ইজতিমাকে ফরজ মনে করে সেখানে উপস্থিত হয়, তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তামাশা দেখার জন্য সেখানে যায়, তাহলে এতে সওয়াবও হবে না এবং গুনাহও হবে না। আর যদি কেউ টঙ্গির ইজতেমায় না গেলে দোয়া কবুল হবে না বলে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (সূত্রঃ সুন্নী পরিচয় ও তাবলীগ পরিচয়)

তাবলীগ ভাইয়েরা বিশ্বাস করেন বিশ্ব ইজতেমা হজ্বের সমতুল্য বা হজ্বের পরেই বিশ্ব ইজতেমার স্থান। তাই আমি নিজে দেখেছি অনেক তাবলীগ ভাইয়েরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্বে যায় না। তারা সুযোগ পেলেই চিল্লাহ দিতে চলে যায়। আমার পাশের গ্রামের একজন লোক সরকারী কর্মকর্তা। তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্বে যান না। একদিন আমি শুনে অবাক হলাম। তিনি তাবলীগ করার জন্য জর্ডানে চলে গেছেন। জর্ডান মুসলিম দেশ সেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যাওয়াটা বোকামী নয় কি? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাবলীগের মূল লক্ষ্য ছিল কাফের-মুশরেক। আর বর্তমান তাবলীগের মূল লক্ষ্য মুসলমানদেরকে তাদের আক্বিদায় বানানো। বিষয়টি পরিস্কার হবে একটু লক্ষ্য করুন। তা হলো তাবলীগের ভাইয়েরা কোন হিন্দু-খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোকেদের কোনদিনও দাওয়াত দেয় না।

আলেম-উলামা এমনকি তাবলীগের ভাইয়েরা বয়ানে বলে থাকেন মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করুন। অথচ তারা তাবলীগের নামে মসজিদে অবস্থান করে মসজিদের পবিত্রতা নিজেরাই নষ্ট করে। তাবলীগের ভাইয়েরা মসজিদকে থাকার হোটেলে পরিণত করেছে। ঢাকার কাকরাইল মসজিদে গেলে মনে হয় এটি মসজিদ তথা মানুষের ইবাদতের স্থান না, মনে হয় সরাইখানা বা আবাসিক হোটেল। এভাবে তাবলীগ ভাইয়েরা ধর্মের নামে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদকে আবাসিক ঘর রূপে ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন কালিমার। আর তাবলীগ ভাইয়েরা দাওয়াত দেয় নামাজের এবং চিল্লাহর। তাদের নিকট একটি কিতাব আছে নাম-'ফাজায়েলে আমল' যার পূর্ব নাম ছিল 'তাবলীগী নেছাব'। এটাকে তারা এমনভাবে ভক্তি করে, যে অন্য কোন হাদিস শরীফ তারা পড়তেই চায় না। একস্থানে যদি বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিজি শরীফ ও ফাজায়েলে আমল রাখা হয়, তাহলে আমার তাবলীগ ভাইয়েরা হাদিস শরীফ বাদ দিয়ে 'ফাজায়েলে আমাল' ই হাতে নিবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ফাজায়েলে আমল' তারা বুকে করে চলা-ফেরা করে। অথচ কোরআন শরীফ নিয়ে তাদের ঘুরতে খুব কমই দেখা যায়। একটা কথা মনে রাখবেন এই 'ফাজায়েলে আমল' কিতাবখানা কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব নয়। বর্তমানে আরও একটি কিতাব বের হয়েছে যার নাম 'মুস্তাখাব হাদিস'। এখন তাবলীগীরা 'ফাজায়েলে আমল' এর চেয়ে 'মুস্তাখাব হাদিস' কে বেশি প্রাধন্য দিয়ে থাকে।

MAHATHIRMOHAMMAD.COM

আমার বাড়ীর নিকটে তাবলীগের মারকাজ ও মসজিদ অবস্থিত। মারকাজ মসজিদের সামনে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বাড়ী। মারকাজ মসজিদ হতে হিন্দু-খ্রীষ্টানদের বাড়ী যেতে ১/২ মিনিটের পথ। কিন্তু ভুলক্রমেও মারকাজ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, পরিচালনা পর্ষদ কোনদিনও দাওয়াত নিয়ে তাদের নিকট যাননি। জানি না তাবলীগ ভাইয়েরা এ রকম একতরফা তাবলীগ করে জান্নাতে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। তারা বলে হিন্দু-খ্রীষ্টান হতে দূরে থাকতে হবে। অথচ এই মারকাজ হতে দূর দূরান্তে মানুষ দাওয়াত দেয়ার জন্য চলে যায়, কিন্তু মারকাজের কাছের অমুসলমীগণ ইসলামের দাওয়াত পায় না। এটা কি তাবলীগ, না তাবলীগের নামে লুকোচুরি। আমি একদিন তাবলীগ জামাতের সাথে রাস্তায় গাশতে বের হয়েছি। আমি ছিলাম রাহবার। একটু সামনে আগালে একজন হিন্দু লোক আসলো। আমি মুতাকাল্লেম-কে বললাম উনি একজন হিন্দুলোক। তাকে কি দাওয়াত দিবেন? মুতাকাল্লেম বললেন না না তাকে ডেকো না। আমার প্রশ্ন হলো হিন্দু-খ্রীষ্টান হতে যদি দূরে থাকি, তাহলে ইসলামের দাওয়াত দিব কাদেরকে? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান করেছেন অমুসলিমদের। আমরা যদি হিন্দু-খ্রীষ্টানদের দাওয়াত না দেই, তাহলে মুসলমান বানাবো কাদেরকে? বিষয়গুলো একটু ভেবে দেখবেন কি?

অনেকে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিকে একা ফেলে, তাদেরকে কষ্ট দিয়ে তাবলীগে চলে যায়। এভাবে যাওয়া কি উচিৎ? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাবলীগ করা কি শরিয়ত সম্মত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন মিল মহব্বত নেই, সেটা হলো জাহান্নাম।' তাই এক বুজুর্গ বলেছেন, 'ঘরে যার সম্মান নেই, এ বিশ্বে কোথাও তার সম্মান নেই।' তাবলীগের ভাইয়েরা বিষয়গুলি একটু তাহকিক করে দেখবেন। আমার এক পরিচিত লোক তাবলীগের খুব ভক্ত। তিনি ঈদের আগে তাবলীগে চলে যেতেন এবং আসতেন ঈদের পরে। কিন্তু ছেলে মেয়েদের জন্য কোন কিছু কেনাকাটা করে যেতেন না। এমনকি গোশত বা সেমাই পর্যন্তও ক্রয় করে দিয়ে যেতেন না। এ রকম তাবলীগ করা কি সমীচিন?

আরও একটি বিষয় হলো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আসরের নামাজের পর ইসলামের দাওয়াত দিতেন? কখনই না। ইসলামের দাওয়াত যেকোন সময় দেওয়া যাবে। কেউ যদি মনে করে আসরের নামাজের পর দলবেঁধে না বের হলে তাবলীগ হবে না, নিঃসন্দেহে বলা যায় তার ঈমান থাকবে না। আরও লক্ষ্যনীয় যে, তাবলীগের ভাইয়েরা চিল্লাহ দেয় মসজিদে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনদিন মসজিদে চিল্লাহ দিয়েছেন? আল্লাহর ওলিরা কি মসজিদে চিল্লাহ দিয়েছেন? ইতিহাস হতে জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিল্লাহ দিয়েছেন হেরা গুহায়। বাড়ীর নিকট কা'বা ঘর থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে না গিয়ে হেরা গুহায় গিয়েছেন। আমার তাবলীগ ভাইয়েরা মনে হয় এই বিষয়টি জানে না। জানলে হয়তো মসজিদে চিল্লাহ দিত না। আদম (আ.) চিল্লাহ দিয়েছেন আরাফাতে। মুসা (আ.) চিল্লাহ দিয়েছেন তুর পাহাড়ে। আল্লাহর ওলিরা চিল্লাহ দিয়েছেন মাজারে এবং নির্জন জঙ্গলে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) চিল্লাহ দিয়েছেন পাকিস্তান লাহোরে অবস্থিত হযরত দাতা

গঞ্জে বকশ (রহ.) এর মাজার শরীফে। শায়খ ফরিদ (রহ.) চিল্লাহ দিয়েছেন চট্টগ্রামের ষোলশহরে চশমা পাহাড়ে। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) চিল্লাহ দিয়েছেন চট্টগ্রামের নাছিড়াবাদ পাহাড়ে। হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) চিল্লাহ দিয়েছেন মীরপুরে নিজ খানকাহতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগণ এবং আউলিয়াগণ হতে মসজিদে চিল্লাহ দেয়ার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। ইলিয়াছি তাবলীগের ভাইয়েরা ইহা কোথায় পেল? এটা কি নবীর সাথে বিরোধীতা নয়? তাবলীগের ভাইয়েরা কোন দলিলে মসজিদে চিল্লাহ দেয় তা আমার জানা নেই। হয়তো কোন নতুন দলিল বা যুক্তি তারা সৃষ্টি করেছে, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মসজিদে চিল্লাহ দেয়ার কোন দলিল নেই। চিল্লাহ হলো একাধারে কমপক্ষে চল্লিশ দিন জনমানব হতে দূরে গিয়ে আল্লাহর ধ্যান সাধনা করা। মসজিদ কি জনমানব হতে দূরে না নিকটে? তারপর তাবলীগের ভাইয়েরা এক মসজিদে তিন দিনের বেশি থাকে না। এক মসজিদে তিন দিন থাকলে তের মসজিদে উনচল্লিশ দিন হয়। বাকি আর একদিন তারা কোথায় থাকে? হয়তো আসা যাওয়ার জন্য একদিন ব্যয় হয়। তাই যদি হয় তাহলে তো চিল্লাহ হলো না, হলো 'উনচিল্লাহ'। নামে চিল্লাহ কিন্তু কাজে উনচিল্লাহ। এ হলো ধর্মের নামে লুকোচুরি। (আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, আমিন)

আরও একটি বিষয় হলো তাবলীগের ভাইয়েরা বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে একাধারে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে মসজিদের বিদ্যুত বিল বাড়িয়ে দিয়ে আসেন। বিলটা পরিশোধ করেন কে? নিশ্চয়ই তারা নন। যদি একটা মসজিদে একদল লোক তিনদিন থেকে যাওয়ার পর দুদিন পরে আবার অন্য আরেক দল তাবলীগে আসে এবং এভাবে দেখা যায় মাসের মধ্যে পনের দিনই মসজিদে তাবলীগের ভাইয়েরা অবস্থান করেন। তাহলে সেই মসজিদের বিদ্যুত বিল কত বেড়ে যায় একটু চিন্তা করে দেখুন। তাবলীগের ভাইয়েরা সব সময়ই মসজিদে থাকে। ফলে বিরতীহীনভাবে লাইট ও ফ্যান চলতে থাকে। তাই বিদ্যুত বিল বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোন অধিকারে তাবলীগের ভাইয়েরা অন্য এলাকার মসজিদের খরচ বাড়িয়ে দেয়? এটা কি বান্দার হক্ব নষ্ট করার শামিল নয়?

আবার কিছু আসামী পুলিশের ভয়ে তাবলীগ জামাতে গিয়ে সামিল হয়। কিছু চোর-ডাকাত চুরি করার জন্যও তাবলীগ জামাতের সাথে মিশে যায়। তারা আসরের নামাজের পরে যখন গাশতে বের হয়, তখন ঐ চোর-ডাকাতেরা এলাকার বিভিন্ন বাড়ী ঘুরে দেখার সুযোগ পায়। সুযোগ বুঝে রাত্রে সে বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। আবার অনেক সন্ত্রাসি-জঙ্গি মানুষকে মারার জন্যও তাবলীগে যায়। কারণ তাবলীগ জামাতের মধ্যে থাকলে মানুষ সন্দেহ করবে না, নির্দ্বিধায় কাজ হাসিল করা যাবে। এরকম একটি প্রমান পাওয়া যায় ২৪ জুলাই ২০১৩ইং, বুধবারের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায়। উক্ত পত্রিকার ৭নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা হয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে। বলা হচ্ছে, সন্ত্রাসীদের একটি চক্র লাহোরের রাইবিন্দ এলাকায় অবস্থিত নওয়াজের বাড়িতে আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করেছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা

কর্মকর্তাদের যৌথ তদন্ত দল ওই ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে। অভিযোগ করা হয়, সন্দেহভাজন জঙ্গিরা তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরে থেকে ওই হামলার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিয়েছিল। ফলে দলটিকে অনুসরণ করা গোয়েন্দাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে প্রায় এক সপ্তাহের চেষ্টায় ফাহিমের মাধ্যমে দলটিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।" (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১৩, বুধবার)

ইসলামী তাবলীগ বনাম ইলিয়াছি তাবলীগ

ক্রঃ নং	ইসলামী তাবলীগ	ইলিয়াছি তাবলীগ
১.	ইসলামী তাবলীগের প্রবক্তা হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামী তাবলীগ শুরু হয়েছে হেরা গুহা হতে।	বর্তমানে প্রচলিত যে তাবলীগ আমরা দেখতে পাই তার প্রবক্তা হলো মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী। এই ইলিয়াছি তাবগীল শুরু হয়েছে ভারতের মেওয়াত নামক স্থান হতে।
২.	ইসলামী তাবগীলের উসুল বা ভিত্তি ৫টি। যথাঃ কালিমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব ।	ইলিয়াছি তাবলীগে উসুল হলো ৬টি। কালিমা, নামাজ, এলম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমীন, তাসহীহে নিয়ত (সহীহ নিয়ত) ও নফর ফি সাবিলিল্লাহ (তাবলীগ)।
৩.	ইসলামী তাবলীগের ৫টি ভিত্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে পেয়েছেন। ওহী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়। এখানে কোন মনগড়া কথা নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষনাকৃত ৫টি উসুল যদি কেহ বিশ্বাস না করে বা তার মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন করে তবে সে মুসলমান থাকতে পারে না। এ বিষয়ে সকল উলামায়ে হক্কানীগণ এক মত।	ইলিয়াছি তাবলীগের ৬টি ভিত্তি ইলিয়াছ মেওয়াতী স্বপ্নে পেয়েছেন। আর স্বপ্ন কখনও ইসলামের দলিল নয়। ইলিয়াছি তাবলীগের ৬টি উসুলের মধ্যে রোজা, হজ্ব ও যাকাত বাদ দেয়া হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ইসলামের ৫টি ভিত্তি ঘোষনা করেছেন, যেখানে ইলিয়াছ মেওয়াতী ৬টি ঘোষনা করেছেন, তার মধ্যে আবার নবীজির ঘোষনাকৃত ৩টি উসুল বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ৩টি উসুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে ইলিয়াছ মেওয়াতী ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। যারা ইলিয়াছের আবিস্কৃত ৬ উসুলি তাবলীগ করবে বা বিশ্বাস রাখবে তারাও ইলিয়াছের মত ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

YaadinBanglaBook.com

ক্রঃ নং	ইসলামী তাবলীগ	ইলিয়াছি তাবলীগ
৪.	ইসলামী তাবলীগের ৫টি উসুল বা ভিত্তি কুরআনে আছে, হাদীসে আছে, ইজমায় আছে এবং কিয়াসেও আছে।	ইলয়াছি তাবলীগের ৬টি উসুল কুরআনে নাই, হাদিসে নাই, ইজমায় নাই এবং কিয়াসেও নাই। অর্থাৎ ইসলামী শরিয়তের ৪টি দলিলের কোথাও ৬ উসুলি তাবলীগের কোন অস্তিত্ব নাই। তাই ৬ উসুলি তাবলীগ নাজায়েজ।
৫	ইসলামী তাবলীগের লক্ষ্যস্থল হলো কাফির, মুশরিক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণ কোন মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার জন্য দাওয়াত দেননি, কেবলমাত্র অমুসলিমকে ইসলামের তথা মুসলমান হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন।	ইলিয়াছি তাবলীগের লক্ষ্যস্থল হলো মুসলমান এবং মসজিদ দখল। তারা যদি শুনে এটা হিন্দু এলাকা বা খ্রীষ্টান এলাকা তাহলে তারা সেখানে যায় না। তারা মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেয় তাদের আক্বিদায় বিশ্বাসী করাতে, যা ইসলামী তাবলীগের পরিপন্থী।
৬	ইসলামী তাবলীগে ঘরে ঘরে, রাস্তায়- রাস্তায় লাইন বেঁধে গাশত করার কোন দলিল নেই।	ইলিয়াছি তাবলীগে লাইন বেঁধে গাশত করা হলো সদস্য সংগ্রহের মূল ফাঁদ ও বেড়াজাল।
৭	ইসলামী তাবলীগে হাড়ি, পাতিল, চুলা, লোটা, কম্বল, লাকড়ী, ডেকচী ইত্যাদি সাথে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।	ইলিয়াছি তাবলীগে হাড়ি, পাতিল, চুলা, লোটা, কম্বল, লাকড়ী, ডেকচী সবই সাথে নেওয়া মোটামুটি বাধ্যতামূলক।
৮	ইসলামী তাবলীগে মসজিদকে বাসস্থান বা থাকার হোটেল বানানো জায়েজ নেই।	ইলিয়াছি তাবলীগে মসজিদ হলো আবাসিক হোটেল।
৯	ইসলামী তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো অমুসলিমকে মুসলমান বানানো।	ইলিয়াছি তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানকে তাদের আকিদা তথা ওহাবী আকিদায় বিশ্বাসী বানানো।
১০	ইসলামী তাবলীগ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা যা, আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শিক্ষা দিয়েছেন।	ইলিয়াছি তাবলীগ হলো স্বপ্নে পাওয়া করাত কল। যার সাথে কুরআন-হাদীসের কোন সামঞ্জস্য নেই।

ক্র: নং	ইসলামী তাবলীগ	ইলিয়াছি তাবলীগ
১১	ইসলামী তাবলীগের শিক্ষা হলো উম্মত কখনও নবীর সমতুল্য হতে পারে না।	ইলিয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো তারা নবীদের সমকক্ষ।. (দেখুন ইলিয়াছের মালফুজাত নং ৫০)। সেখানে তিনি বলেন, 'তোমরা নবীদের মত মানুষের উপকার করার জন্য প্রেরিত হইয়াছ।' (নাউযুবিল্লাহ)
১২	ইসলামী তাবলীগ শিক্ষা দেয় নবীগণের কাজ সাধারণ মানুষ তথা আম জনতা করতে পারে না।	ইলয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো তারা নবীওয়ালা কাজ করে থাকে। তাবলীগীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, আমরা নবীওয়ালা কাজ করি। (দেখুন তাবলীগ জামাত প্রসঙ্গে ১৩ দফা, ১৪ পৃষ্ঠা, লেখক-মুহাম্মদ মুযাম্মিল হক)
১৩	ইসলামী তাবলীগের শিক্ষা হলো নবীগণের অন্তর কুফরী ও শিরকের দাগ হতে মুক্ত।	ইলয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো নবীজির হৃদয়ে কাফেরদের ময়লার দাগ লেগে যেতো, তাই তিনি রাত্রির ইবাদতের দ্বারা ঐ দাগ পরিস্কার করতেন। (দেখুন মালফুজাত ৭ম কিস্তি , ১১১ নং মালফুজাত)
১৪	ইসলামী তাবলীগের শিক্ষা হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত হচ্ছে ফরজ ইবাদত। যেমন- যাকাত।	ইলিয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো ফরজ যাকাতের মর্তবা নফল হাদিয়ার চেয়ে কম। (দেখুন মালফুজাত ৫১ নং)
১৫	ইসলামী তাবলীগ মতে যাকাত পাবে এতিম, গরীব, মিসকীন।	ইলয়াছি তাবলীগ বলে 'আমার তালিকামতে ৪০ জন তাবলীগ কর্মীকে যাকাত দেওয়া উত্তম, কেননা তাদের মধ্যে লোভ-লালসা নেই। (দেখুন মালফুজাত ৬২নং)
১৬	ইলসামী তাবলীগের শিক্ষা হলো প্রথমে নিজের মধ্যে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে। তারপর পরিবারের সবাইকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, কু আনফুসিকুম আহলিকুম নার (সূরা তাহরীম-৬) অর্থাৎ	ইলিয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো নিজের ঘর ও পরিবারের দায়িত্ব বাদ দিয়ে চিল্লাহর নামে বাইরে চলে যাওয়া। নিজে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে কিনা বা পরিবারবর্গ মুক্তি পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই, অথচ বাড়ী হতে অনেক দূরে চলে যায় দাওয়াত দেওয়ার জন্য, যা কিনা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী। যারা

ক্রঃ নং	ইসলামী তাবলীগ	ইলিয়াছি তাবলীগ
	জাহান্নাম হতে আগে নিজে বাঁচ পরে পরিবারবর্গকে বাঁচাও।	আল্লাহর হুকুমের বিরোধীতা করে, তারা মুসলমান কিনা আপনারাই বিবেচনা করবেন।
১৭	ইসলামী তাবলীগ বলে 'কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীগণ আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝান্ডার ছায়াতলে থাকবেন।	ইলিয়াছি তাবলীগ বলে 'নবীগণ নাফসী নাফসী বলে ভয়ে চিৎকার করতে থাকবেন, আর তাবলীগী মুজাহিদ বান্দাগণকে আল্লাহ সম্পূর্ণ ভয়শূণ্য অবস্থায় শান্তির ছায়াতলে রাখবেন। (দেখুন-দাওয়াতে তাবলীগ ১ম সংস্করণ, ১ম খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠা- লেখক- আম্বর আলী)
১৮	ইসলামী তাবলীগের আকিদা হলো আরাফাতের জামায়েত বা ইজতিমা হলো বিশ্ব মুসলিম ইজতিমা।	ইলিয়াছি তাবলীগের দাবী হলো টঙ্গীর ইজতিমা হচ্ছে বিশ্ব ইজতিমা।
১৯	ইসলামী তাবলীগ বলে আরাফাতের সমাবেশ হলো অতুলনীয়, একক এবং ফরজ।	ইলিয়াছি তাবলীগ দাবী করে টঙ্গীর ইজতিমা দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ব ইজতিমা। (আরাফাতের সমাবেশের বিকল্প মনে করা বেদ্বীনি কাজ)
২০	ইসলামী তাবলীগের শিক্ষা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' হলো পূর্ণ কালিমা।	ইলিয়াছি তাবলীগের শিক্ষা হলো 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কালিমার অংশ নয়। (দেখুন- ইলিয়াছ মেওয়াতীর প্রথম কাতারের অনুসারী মৌলভী হাসান আলীর 'চৌদা মাসায়েল')
২১	ইসলামী তাবলীগে দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে যারা দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞজন।	ইলিয়াছি তাবলীগে সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তিগণও দ্বীনের দাওয়াতের দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে। একজন আমীর অথচ সে আলেম নয়, মূর্খ। আমি অনেক আমীর কে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম তারা উত্তর না দিয়ে বলে মারকাজ মসজিদে (তাবলীগের মসজিদ) চলুন ইমাম সাহেব উত্তর দিয়ে দিবেন। যদি ইমাম সাহেবের নিকট উত্তর শোনার জন্য যাওয়া লাগে তাহলে আপনাদের তাবলীগ করে কি ফায়দা হলো?

মসজিদ ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা

মসজিদ হচ্ছে সেজদার স্থান, নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত, ইতিকাফ প্রভৃতি ইবাদতের স্থান। সুতরাং মসজিদকে এসব ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা জরুরী কর্তব্য। আর এজন্য কুরআনুল কারীম, হাদিস শরীফ ও নির্ভরযোগ্য ফতুয়ার কিতাবে নির্দেশ এসেছে। সেসব দলিলের আলোকে ৬ উসুলী তাবলীগ জামাতের কর্মীদের মসজিদে রাত্রিতে অথবা দিনে ঘুমানো তথা মসজিদকে বিশ্রামাগার বানানো অবৈধ কাজ। একটি পার্টির দলীয় কর্মসূচী পালনে ব্যস্ত এসব লোকের মসজিদে রাতে বা দিনে আরাম করা, ঘুমানো বা বিশ্রাম করা মোটেও শরিয়ত সম্মত নয়। ইতিকাফের নিয়তে মৌখিক দাবী মসজিদ সমূহকে আবাসিক হোটেল বানানো সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

অর্থাৎ "আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু সেজদাকারীদের জন্যে (সূরা হজ্জ-২৬)।" অন্যত্র আরও এরশাদ করেন-

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

অর্থাৎ "আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ।"

(সূরা বাকারা-১২৫)

উপরোক্ত আয়াত শরীফদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ইবাদতের ঘরকে নামাজ, ইতিকাফ তথা ইবাদতের জন্য পবিত্র রাখতে হবে। কেননা প্রত্যেকটি মসজিদ হলো খানায়ে কাবার প্রতিচ্ছবি। আবাসিক হোটেল বানিয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করা উচিত নয়।

তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে থাকে আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করি তখন সুন্নত ইতিকাফের নিয়ত করি। **প্রকৃত পক্ষে তাদের নিয়ত কি সুন্নত ইতিকাফের জন্য? না ৬ উসুলী তাবলীগ প্রচারের জন্য?** আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুই জানেন। আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করলে আসর নামাজের পরে বা জোহর নামাজের পরে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বের হন কেন? আবার বাজার করতে যান কেন? বাড়ীতে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য বাজারে মোবাইল করতে যান কেন? ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে ঢুকেন, কিন্তু ইতিকাফ বহির্ভূত কাজও করেন, তাহলে এটা কি ইতিকাফ, না আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া? একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বাবা ও ছেলে নৌকা চালায়। একদিন নৌকা নিয়ে মাঝ নদীতে আছে। এমন সময় কাল বৈশাখী ঝড় দেখা দিল। বাবা বললো হে আল্লাহ! যদি ঝড় না আসে তাহলে একটি মহিষ দান করবো। সত্যি সত্যিই ঝড় আসলো না। এখন ছেলে বাবাকে ডেকে

বলে, বাবা! আমারতো গরীব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। মহিষ কেনার টাকা পাব কোথায়? তখন বাবা বললো আরে বোকা! বুঝলি না। আল্লাহ আমাদের ভয় দেখালো আর আমি আল্লাহকে লোভ দেখালাম (নাউযুবিল্লাহ)। তাবলীগ ওয়ালাদের ইতিকাফ হলো এই রকম অর্থাৎ ধোঁকা। যেহেতু ইতিকাফ ছাড়া মসজিদে অবস্থান করা বা রাত কাটানো যাবে না। তাই মসজিদে প্রবেশের সময় ইতিকাফের নিয়ত করে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রবেশ করার পর শুরু হয় ওহাবী চক্রান্ত। আরও একটি কথা হলো, সুন্নত ইতিকাফ কখনও দলবদ্ধভাবে হয় না। কিন্তু তাবলীগিরা দলবদ্ধভাবে ইতিকাফ করছে। অনেক সময় রাতে মসজিদে স্বপ্নদোষ হয়ে যায়, ফলে মসজিদের পবিত্রতাও নষ্ট হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামগণ ইতিকাফ করতেন নিজের এলাকার মসজিদে। বাড়ী-ঘর রেখে দূর দূরান্তে গিয়ে অন্য এলাকার মসজিদে ইতিকাফ করতেন না। ইলিয়াছি তাবলীগী ভাইয়েরা যে এক জেলা হতে অন্য জেলার মসজিদে ইতিকাফ করতে যান কোন দলিলের প্রেক্ষিতে? নিজের এলাকা বাদ দিয়ে অন্য এলাকার মসজিদে ইতিকাফ করা কি ইসলাম সম্মত? না এটাও ইলিয়াছ মেওয়াতীর স্বপ্নে পাওয়া তাবিজ?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রোজা ছাড়া ইতিকাফ হয় না। বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মুয়াত্তা শরীফের কিতাবুল ইতিকাফ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "মালেক (র) বলেন তাঁর নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর মাওলা নাফি' (র) বলিয়াছেনঃ ইতিকাফ জায়েজ নহে রোজা ব্যতিত, কারণ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থাৎ 'আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গত হইও না' (সূরা বাকারা-১৮৭)। **আল্লাহ তায়ালা ইতকিাফের উল্লেখ করেছেন রোজার সাথে। তাই রোজা ব্যতিত ইতিকাফ হয় না।**" (মুয়াত্তা শরীফ, ১ম খন্ড, ইতিকাফ অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আরও একটি বিষয় হচ্ছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। কেননা কাঁচা পেয়াজে দুর্গন্ধ আছে। তাবলীগ জামাতের লোকেরা মসজিদের পাশেই রান্না করেন এবং সেখানেই পিয়াজ কাঁটে। ফলে এর দুর্গন্ধ দ্বারা অন্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়, যা কিনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমের পরিপন্থী। অনেক তাবলীগ জামাতের লোকদেরকে দেখা যায়, মসজিদের ভেতরে বসে কাঁচা পিয়াজ দিয়ে মিচুরী খাচ্ছে। যেখানে নবীজি

কাঁচা খেয়ে মসজিদের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, সেখানে তারা মসজিদের ভেতরেই কাঁচা পিয়াজ খাচ্ছে। যারা নবীর হাদিসকে অমান্য করে তারা কিভাবে দ্বীনের খেদমত করে তা আমার জ্ঞানে ধরে না।

তাবলীগ জামাতিগণ বুখারী শরীফের দুটি হাদিস দিয়ে মসজিদ ব্যবহার করতে চায়। তাই সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। বুখারী শরীফে মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। তাতে মাত্র দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, কিতাবুস সালাত বা সালাত অধ্যায়ের ২৯৯ নং পরিচ্ছেদ যার নাম 'বাবু নাউমির রিজালি ফিল মাসজিদ' অর্থাৎ 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো'। ২৯৯ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, "আবু কিলাবা (র) আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ উকল গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং সুফফায় অবস্থান করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, সুফফাবাসিগণ ছিলেন দরিদ্র।" এ কথা বলেই দুটি হাদিস শরীফ পেশ করা হয়। হাদিস শরীফ নং ৪২৭ ও ৪২৮। উল্লেখ্য যে, মসজিদে নববীর বারান্দায় যারা অবস্থান করতেন তাদেরকে আসহাবে সুফফা বা বারান্দার অধিবাসী বলা হত। তারা খুবই গরীব ছিলেন এবং নবীজির পক্ষ থেকে কোন খাদ্য আসলে তা গ্রহণ করতেন। নবীজি এদেরকে মেহমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই দলিল দিয়ে তাবলীগী ভাইয়েরা মসজিদ ব্যবহার করতে চায়, যা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।

٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ اَعْزَبُ لَا اَهْلَ لَهُ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২৭ নং হাদিসঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

পাঠকগণ! একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। ২৯৯ নং পরিচ্ছেদে বলা হল সুফফাবাসিগণ ছিলেন দরিদ্র। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) মসজিদে ঘুমাতেন। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না অর্থাৎ তিনি গরীব ছিলেন। অতএব উক্ত হাদিস দিয়ে তাবলীগ জামাতিগণ কোনক্রমেই মসজিদে থাকতে পারবে না। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যে প্রেক্ষাপটে মসজিদে থাকতেন তা তাবলীগ জামাতিগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। উক্ত হাদিস শরীফ হতে বুঝা যায় যে, কোন গরীব মুসাফির যদি কোন স্থানে থাকার জায়গা না পায় তবে সে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মসজিদে থাকতে পারে। তাই তাবলগী জামাতীগণ কোনভাবেই উক্ত হাদিস শরীফ দিয়ে মসজিদ ব্যবহার করতে পারে না। এবার দ্বিতীয় হাদিস অর্থাৎ ৪২৮ নং হাদিস শরীফের দিকে লক্ষ্য করি।

Yaadri.blogspot.com

٤٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২৮ নং হাদিসঃ সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, " তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা.) এর ঘরে এলেন, কিন্তু আলী (রা.) কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেনঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে। তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রামও করেননি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেনঃ দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, তখন আলী (রা.) কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেনঃ উঠ, হে আবু তুরাব! উঠ, হে আবু তুরাব!" (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

পাঠকগণ! একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) এর মসজিদ শয়ন করাকে পছন্দ করেন নি, তাই তাঁকে উঠ, হে আবু তুরাব! উঠ, হে আবু তুরাব!" বলে মসজিদ থেকে নিয়ে আসলেন। কেননা মসজিদ বিশ্রামের স্থান নয়, বিশ্রামের স্থান হলো বাড়ী। আর হযরত আলী (রা.) বাড়ী আছে, তিনি মসজিদে কেন ঘুমাবেন? তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে ঘুমানো পছন্দ করলেন না বলে তাকে মসজিদ থেকে নিয়ে আসলেন। অতএব এ হাদীস দিয়েও তাবলীগ জামাতীগণ মসজিদকে থাকার হোটেল বানাতে পারবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "তোমরা মসজিদকে ঘুমাবার স্থান বানাইও না।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খন্ড, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু ফজলে কিয়ামুল লাইল, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)। যেখানে মসজিদে ঘুমানো স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে, সেখানে অন্যান্য হাদিসগুলির মর্মার্থ এবং প্রেক্ষাপট অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্লেষণ না করে যেন-তেনভাবে মসজিদ ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন প্রমান নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কোন মসজিদে অবস্থান করেছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে এবং সরাসরি রাষ্ট্র প্রধানের

Yeadhi.blogspot.com

নিকট। সেখানে সাহাবায়ে কেরাম নবীজির চিঠি নিয়ে সরাসরি রাষ্ট্র প্রধানের নিকট গেছেন, কোন মসজিদ বা ধর্ম উপাসনালয়ে অবস্থান করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন চিঠির মাধ্যমে। অতএব তাবলীগ জামাতের মসজিদ দখল কুরআন হাদিস বিরোধী। যদি কেহ হাদিস দিয়ে মসজিদ দখল প্রমাণ করতে চায়, তবে তা হবে হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে, তখন সে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য কোন উপায় খুঁজতে থাকে। সেরূপভাবে তাবলীগ জামাতিগণ মসজিদ দখলের জন্য বিভিন্ন হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

হাদীস শরীফ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, দরিদ্র ও সামর্থ্যহীন মুসাফির মসজিদে রাতে কিছু সময় বা কয়েকদিন থেকেছেন। হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, সাহাবীগণ যদি কোন কারণবশতঃ মসজিদে ঘুমাতেন তবে মসজিদে নববী ব্যতিত অন্য কোন মসজিদে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁরা মসজিদকে কখনই আবাসিক হোটেলে পরিণত করেননি। এ ব্যাপারে ফতোয়া আলমগীরীতে উল্লেখ আছে, "মসজিদে না ঘুমানই উত্তম।" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মসজিদ ব্যতিরেকে অন্য কোন মসজিদে সফর করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه و سلم ومسجد الأقصى

অর্থাৎ 'তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম (মক্কা), আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)" (সূত্রঃ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১১২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৩৪৫০)। এ বক্তব্যটির অনুকূলে মুসনাদে আহমদে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি সমর্থন হিসেবে পাওয়া যায়।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী ব্যতিত অন্য কোন মসজিদে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা কোন মুসাফিরের জন্য সঙ্গত নয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১৬০৯)

কিন্তু তাবলীগী ভাইয়েরা নবীজির হাদিসকে অমান্য করে ইসলামের খেদমত করার অজুহাতে বিভিন্ন মসজিদে সফর করে বেড়ায়, যা ইসলামের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে মসজিদ কমিটিকে সচেতন হতে হবে, যেন ইলিয়াছি বাহিনী মসজিদ ব্যবহার ও মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করতে না পারে। অবশ্য কিছু কিছু সচেতন মসজিদ কমিটি তাবলীগ জামাত ভ্রান্ত আকিদার কারণে মসজিদে ঢুকতেই দেয় না।

তাবলীগ জামাতের গোমর ফাঁস

যারা প্রচলিত তাবলীগ করেছে, পরবর্তীতে এর গোমর তাদের নিকট ধরা পড়েছে। এরকম কিছু প্রমান আপনাদের নিকট পেশ করছি।

১. মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতীর আবিষ্কার করা তাবলীগ জামাত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। যেমন জমিয়তে ওলামায়ে দেওবন্দ এর মহাসচিব মৌঃ হেফজুর রহমান সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "মৌলভী ইলিয়াসের তাবলীগী আন্দোলন প্রথমদিকে হুকুমতের (ব্রিটিশ সরকারের) পক্ষ থেকে হাজী রশীদ আহমদের মাধ্যমে কিছু টাকা পেত। পরে বন্ধ হয়ে গেছে। (মোকালামাতুস সাদারাইন, পৃষ্ঠা নং-৮ দেওবন্দ হতে প্রকাশিত, সূত্রঃ তাবলীগী জামাত, পৃষ্ঠা নং ৯৯)। আর এজন্যই ইলিয়াছ মেওয়াতী তার মালফুজাত ১৫৯ এ উল্লেখ করেন, "আমি রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা সরকারকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে। সেজন্য আমি নিশ্চিন্তে নিজের কাজ (তাবলীগ) করতে পেরেছি।"

২. ভারতে যখন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হল, তখন হাজার হাজার মুসলমানদের হিন্দুরা হত্যা করেছিল। এর প্রতিবাদ সব ইসলামী দলই করেছিল। একমাত্র তাবলীগী দল চুপ ছিল। এর পুরস্কারস্বরূপ তারা ইন্দ্রিরা গান্ধীর সময়েও তাদের তাবলীগী দাওয়াত চালানোর অনুমতি পায়, যখন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক অন্য সকল ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ ও বাঁধা দেওয়া হয়।

৩. ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "ইলিয়াছি তাবলীগ দুশমনকে খুশি করে এবং দোস্ত কে নাখোশ করে।" (দেখুন মালফুজাত নং ১৭৯)। পাঠকগণ! গভীরভাবে খেয়াল করুন! ইলিয়াছ মেওয়াতীর কথায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা ইসলমী আকিদার বিরোধী। তা নাহলে দুশমনগণ কেন তাদের কাজে খুশি হবে? দোস্ত বা বন্ধু কেন নাখোশ বা বেজার হবে? যারা ইসলামের বন্ধু তারা কোনদিন ইসলামের কাজে নাখোশ হয় না। যারা ইসলামের শত্রু কেবল তারাই অনৈসলামিক কাজে খুশি হয়। অতএব তাবলীগ জামাত যে ইসলামী আকিদার পরিপন্থী তা ইলিয়াছ মেওয়াতীর কথায় স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪. মৌলবী ইলিয়াছ মেওয়াতীর শ্যালক এবং প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা এহতেশামুল হাসান দেওবন্দী যিনি যৌবন কাল হতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইলিয়াছ মেওয়াতীর সাথে কাটিয়েছেন এবং তাঁর প্রধান খলিফা। তিনি (এহতেশামুল হাসান) তার লিখিত উর্দু কিতাব 'যিন্দেগী কি সিরাতুল মুস্তাকিম' এ বলেন- "বস্তি নিজাম উদ্দীনের বর্তমান তাবলীগ আমার জ্ঞান, বিবেক, কুরআন, হাদিস অনুযায়ী সঠিক নহে বরং মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.), মুহাদ্দিস দেহলবী

Yaadfi.blogspot.com

(রহ.) ও হক্কানী আলেমগণের মত ও পথের খেলাফ। যে সমস্ত আলেমগণ এই তাবলীগে শরীক আছেন, তাদের দায়িত্ব এই যে, সর্ব প্রথম এই কার্যকে কুরআন হাদিস এবং অতীতকালের ইমাম ও হক্কানী আলেমগণের মত ও পথের সাথে সামঞ্জস্য করা। কেননা, ইহা দ্বীন ও তাবলীগের নামে একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় প্রচার করছে। এই বিভ্রান্তিকর বিষয় প্রচারের কারণে সকল প্রকার বালা মুসিবত নাজিল হবার হেতু বলেও আমি মনে করি। তাই জনসাধারণকে সাবধান করতে এই বিষয় লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তাবলীগ জামাতের ৬ উসুল ও তাদের আকিদা তথা কর্মকান্ড দেখে আমার কাছে দিনের আলোর মতই পরিস্কার যে, তারা বিদআতে সাইয়্যাহ (মন্দ বিদআত) এর মধ্যে ডুবে গেছে। কেননা এই তাবলীগের আন্দোলন কুরআন, হাদিস ও পূর্ববর্তী উলমাগণের মতামত ও দলিলের উপর ভিত্তি করে করা হয়নি। (সূত্রঃ যিন্দেগী কি সিরাতুল মুস্তাকিম)

৫. মাওলানা আব্দুর রহিম যিনি ১৩/১৪ বছর তাবলীগ জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি ১৯৬৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী মাদরাসা দারুল উলুম নোমানিয়া তাওয়ালী, জেলাঃ মোজাফফরনগরে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফতি মুবাল্লেগ উলামায়ে কেরামগণের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে কাজ উলামায়ে কেরামের তা এমন এক শ্রেণীর লোক আঞ্জাম দিচ্ছে যারা দ্বীন সম্পর্কে কেবলমাত্র অজ্ঞই নয়, অধিকন্তু নিজেদের হীনতা, মূর্খতা ও অপকর্মের দরুণ সমাজের চোখে সমাদৃত নয়। কবির ভাষায়ঃ 'যদি কোন জাতির পথ প্রদর্শক হয় কাক (মূর্খ লোক), তবে উহা তাদেরকে ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে।"

তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন, আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, অনিচ্ছা সত্বেও ধর্মীয় প্রয়োজনে আমি তাবলীগ জামাতের সমালোচনা করছি। কেননা এ জামাতের নাবালেগ মুবাল্লোগগণ যখন জনসাধারণের মধ্যে ওয়াজ করতে আরম্ভ করে অথচ মূর্খদের জন্য ওয়াজ করার অনুমতি শরিয়তে নেই। তারা তাবলীগ জামাতের ফজিলত বয়ান করতে করতে সীমা অতিক্রম করে চলছে। চিন্তার বিষয়, সনদ ব্যতিত কোন ব্যক্তি কম্পাউন্ডার পর্যন্ত হতে পারে না। কিন্তু লোকেরা দ্বীনকে এত সহজ মনে করে নিয়েছে যে, যার ইচ্ছা হয় ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে যায়। তাই বলা যায় অনভিজ্ঞ ডাক্তার জীবনের জন্য বিপদ এবং নিম-মোল্লা (তাবলীগ জামাতের সদস্য) ঈমানের জন্য বিপদ। যে কাজ আলেমের, সে কাজের দায়িত্ব যদি অজ্ঞ লোকেরা গ্রহণ করে উহার গুরুতর পরিনাম সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন 'যখন কাজের দায়িত্ব অপাত্রে ন্যস্ত হবে-তখন তোমরা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে থাক।' আপনারা অবগত আছেন যে, কৃষি কাজের অনভিজ্ঞ লোকের হাতে লাঙ্গল দিলে সে হালের বলদকে ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়বে। কামারকে ঘড়ি তৈরি করতে দিলে, উহার পরিণাম মারাত্মক হবে।

তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন, তাবলীগ আন্দোলন কোন দলিল ভিত্তিক নহে। ইহাকে লইয়া কেউ যদি দলিল প্রমানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাকে অবশ্যই পরাজয় বরণ করতে হবে এবং তাবলীগ আন্দোলন বিফল সাব্যস্ত হবে। ('উসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ' নামক উর্দু কিতাবের ৫০-৬০ পৃষ্ঠা দেখুন, তাবলীগ জামাত-১৫৬-১৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

তাদের কথা দ্বারাই তাদের গোমর ফাঁস হয়ে গেছে। তাদের কথা দ্বারাই প্রমান হয় যে, তারা ভন্ড। ইসলামের কোন দল নয়, বরং ইসলাম বহির্ভূত দল। ৩৬ হিজরীতে খারিজীরা হযরত আলী (রা.) এর দল ত্যাগ করে নিজস্ব দল গঠনের জন্য ইরাকে আবদুল্লাহ বিন ওহাব রাসেবীর গৃহে সমবেত হয়। এটাই ছিল খারেজীদের প্রথম ইজতিমা। ইলিয়াছি তাবলীগীরাও ঐ দলেরই একটি শাখা। তারা আউলিয়ায়ে কেরামগণের দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছে। তাবলীগ জামাতের এ সমস্ত গোমর মানুষকে জানানো সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

তাবলীগ জামাতীরা বলে থাকেন, তাবলীগ হলো নবীওয়ালা কাজ। এটা তাদের বিভিন্ন কিতাবেও লিখিত আছে। যেমন তাবলীগী নেতা মুহাম্মদ মুযাম্মিল হক লিখিত 'তাবলীগ জামাত প্রসঙ্গে ১৩ দফা' কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, "প্রচলিত তাবলীগ হলো নবীওয়ালা কাজ।" নবীজি ওফাতের পর এই কাজ পরিচালনা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব (নাউযুবিল্লাহ)। একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন নবীওয়ালা কাজ, এটা কি সাধারণ কাজ? এলেম নাই, আমল নাই এমন মানুষ কি নবীওয়ালা কাজ করার যোগ্যতা রাখে? সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে গাস্তি নিয়ে ছুটাছুটি করেছেন কি? সব প্রশ্নের উত্তরঃ না। তাহলে অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তিগণ তাবলীগের নামে দাওয়াত দিয়ে নবীওয়ালা কাজ করছেন তা সঠিক নয়, বরং নবীজির শানে চরম বেয়াদবী। নবীওয়ালা কাজ সকল উম্মত করতে পারে না। একমাত্র যারা নবীজির গুণে গুণান্বিত হতে পেরেছে, তারাই নবীওয়ালা কাজ করতে পারে। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

ان العلماء ورثة الانبياء

(ইন্নাল উলামউ ওয়া রাসাতুল আম্বিয়া-আল হাদিস)

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আলেমগণ হলো নবীর ওয়ারিশ।" এই হাদিস শরীফ হতে বোঝা যায় যে, নবীজির ওয়ারিশ সকলে নয়, একমাত্র আলেমগণ। হাদিস শরীফে আল্লাহর নবী আরও বলেন,

خير الخيار خيار العلماء وشر الشرار شرار العلماء

(খায়রুল খেয়ারি খেয়ারুল উলামা ওয়াশাররুশ শেরারি শেরারুল উলামা-আল হাদিস)

Yaadi.blogspot.com

অর্থাৎ "ভালোর চেয়ে ভাল হলো আলেম এবং খারাপের চেয়ে খারাপ হলো আলেম।" এ হাদিস শরীফ হতে বোঝা যায় যে, আলেম দুই প্রকার। যথা উলামায়ে হক্কানী বা প্রকৃত আলেম এবং উলামায়ে ছু অর্থাৎ অসৎ আলেম। আর উলামায়ে হক্কানীগণ হলেন নবীজির ওয়ারিশ বা নায়েবে নবী। এই নায়েবে নবীগণই তাবলীগ বা নবীওয়ালা কাজ করার যোগ্যতা রাখে। নায়েবে রাসূল বা হক্কানী আলেম বা প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

ومن جامع بينهما فقد تحقق

(মান তাফাক্কাহা ওয়ালাম ইয়াতাসাওফা ফাক্বাদ তাফাসসাকা ওয়ামান তাসাওফা ওয়ালাম ইয়াতাফাক্কাহা ফাক্বাদ তাযানদাকা ওয়ামান জামআ বায়নাহুমা ফাক্বাদ তাহাক্কাকা)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এলমে শরিয়তের জ্ঞান হাসিল করেছে এবং এলমে মারেফতের জ্ঞান হাসিল করেনি, সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি মারেফতের জ্ঞান হাসিল করেছে, কিন্তু শরিয়তের জ্ঞান হাসিল করেনি, সে জিন্দিক (কাফের)। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করেছে, সেই হচ্ছে হক্কানী আলেম বা নায়েবে রাসূল।" অতএব শুধু শরিয়তের আলেম নায়েবে নবী নন। যাদের মধ্যে মারেফত থাকবে না, তারা নবীজির নায়েব হওয়ার দাবী রাখতে পারে না। আর এই হক্কানী আলেম তথা সূফী পীর মাশায়েখগণই নবীর নায়েব। তাই হক্কানী আলেম তথা সূফী পীর মাশায়েখগণই নবীওয়ালা কাজ করবে তথা তাবলীগ করবে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা পীর মাশায়েখগণের নিকট যাবো। এটাই প্রকৃত তাবলীগে দ্বীন। কেননা যারা ধর্ম সম্পর্কে অল্প জানে তাদের জন্য দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু ইলিয়াছ মেওয়াতী তার অনুসারী অর্থাৎ তাবলীগী লোকদেরকে সূফীদের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছেন (দেখুন মালফুজাত নং-৮০)। কি কারণে নিষেধ করলেন? আসল কথা হচ্ছে, সূফীদের কিতাব পড়ে যদি তাবলীগীরা সুফী পীর মাশায়েখগণের নিকট যায়, সত্য পথের ঠিকানা পেয়ে যায়, তাহলে তো ইলিয়াছ মেওয়াতীর দল গঠন ভেস্তে যাবে। তাই অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি তাবলীগীদেরকে সূফীদের কিতাব পড়তে নিষেধ করছেন।

ইলিয়াছ মেওয়াতীর 'মালফুজাত' প্রসঙ্গ ও তাঁর জবাব

ইলিয়াছ মেওয়াতীর 'মালফুজাত' তারই অনুসারী ভক্ত মৌলভী মনজুর নোমানী সংগ্রহ ও সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। মালফুজাত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা কর্তৃক মালফুজাতের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ হয়, যা অনুবাদ করেন ডক্টর মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ (ব্যারিষ্টার)। আমি মোহাম্মদী লাইব্রেরীর অনুবাদকৃত 'মালফুজাত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। আবার মাওলানা

সাখাওয়াতুল্লাহ সাহেবও উক্ত কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেন, তবে মূল উর্দু কিতাবের অনেক কিছু তিনি বাদ দিয়েছেন।

'মালফুজাত' প্রকাশ হলে ইলিয়াছ মেওয়াতীর আসল রূপ ও উদ্দেশ্য বের হয়ে যায়। কেননা সত্যকে কোনদিন চেপে রাখা যায় না। সত্য প্রকাশ হবে এবং মিথ্যা ধ্বংস হবেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাৎ "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল" (সূরা বনী ইসরাইল-৮১)। 'মালফুজাত' নামক কিতাবে ঈমান বিধ্বংসী আকিদা রয়েছে, যা মুসলমানের জন্য খুবই মারাত্মক। এ রকম কিছু প্রসঙ্গ ও তার জবাব পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

১। উক্ত কিতাবের ৪২ নং মালফুজাতের ভেতরে আছে "মুসলমান দুই প্রকার। তৃতীয় কোন প্রকার নাই। প্রথমতঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় (তাবলীগে) বাহির হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যারা তাদের সাহায্য করবে।"

জবাব ঃ তাদের নিকট মুসলমান হওয়ার জন্য দুটি শর্ত। একটি হলো তাবলীগে যাওয়া এবং অন্যটি হলো তাদের সাহায্য করা। এ দুটি কাজে যারা সম্পৃক্ত নয়, তাদের মতে তারা মুসলমান নয় (নাউযুবিল্লাহ)। তাহলে বুঝা যায় যে, ইলিয়াছ মেওয়াতীর পিতা মুসলমান ছিলেন না। কেননা ইলিয়াছ মেওয়াতীর তাবলীগ আবিস্কারের আগেই তার পিতা মারা গেছেন। ফলে তিনি ইলিয়াছের তাবলীগ করতেও পারেননি এবং সাহায্য করতেও পারেননি। এমনকি নবীজি ও সাহাবায়ে করোমগণও ইলিয়াছি তাবলীগ করেননি। তাহলে তাঁরাও মুসমলাম নন? যে ব্যক্তি নবী ও সাহাবীদের মুসলমান বলে না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। ইলিয়াছ মেওয়াতী পরোক্ষভাবে নবী ও সাহাবায়ে কেরামগণকে মুসলমান স্বীকার না করে কাফেরে পরিণত হয়ে গেছে। যারা এই ইলিয়াছ কাফের এর অনুসারী হবে তারাও কাফের হয়ে যাবে।

২। উক্ত কিতাবের ৫০ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "তোমরা নবীদের মত মানুষের উপকার করার জন্য প্রেরিত ইহয়াছ।"

জবাব ঃ উপরোক্ত কথা দ্বারা ইলিয়াছ মেওয়াতী উম্মতকে নবীদের সাথে তুলনা করেছেন যা, সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী। যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করবে, সে বেঈমান হয়ে যাবে। কারণ উম্মতের সাথে নবীর কখনও তুলানা হতে পারে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, **'লাসতুকা আহাদিম মিনকুম'** অর্থাৎ আমি তোমাদের কারো মতই না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে নিজেকে কারো সাথে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে ইলিয়াছ মেতওয়াতী তাবলীগ বাহিনীকে নবীর সাথে তুলনা করেছেন। যার অন্তরে চুল পরিমান ঈমান আছে, সে কখনও এই কথা মেনে নিবে না। এ কথা জানা সত্বেও যারা ইলিয়াছী তাবলীগ করবে, তারা নিঃসন্দেহে বেঈমান, যদিও তারা নামাজী হয়। কেননা

Yeatribloggspot.com

নবীজির লাশ মুবারক চুরি করতে যারা গিয়েছিল, তারা সকলেই নামাজী ছিল, কিন্তু তাদের ঈমান ছিল না তারা ছিল ইহুদী।

৩। উক্ত কিতাবের ৫১ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "যাকাতের মর্যাদা হাদিয়ার নিচে, এ কারণেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সদকা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না।"

জবাব ঃ যাকাত হলো ইসলামী পঞ্চবেনা তথা ৫টি ভিত্তির একটি। ইহা ফরজ অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাত না দিলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে হাদিয়া হলো মোস্তাহাব, না দিলে কোন গুনাহ হবে না। অথচ ইলিয়াছ মেওয়াতী ফরজ যাকাতকে মোস্তাহাব হাদিয়ার নিচে স্থান দিয়েছে, যা ইসলামী শরিয়ত বিরোধী। এজন্যই হয়তো ইলিয়াছ মেওয়াতী তার ৬টি উসুলের মধ্যে যাকাত কে বাদ দিয়েছে। যে ব্যক্তি যাকাতকে (ফরজকে) হাদিয়ার (মোস্তাহাব) নিচে স্থান দেয়, সে ব্যক্তি কোন প্রকৃতির মুসলমান তা আপনাদের বিচারে ছেড়ে দিলাম।

৪। উক্ত কিতাবের ৫৬ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "তাবলীগের তরিকা হবে আমার আর তালীম হবে মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর।"

জবাব ঃ উপরোক্ত উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতীর আবিস্কৃত তাবলীগ ইসলাম বহির্ভূত। কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাবলীগের তরিকা তার নিজের অর্থাৎ ইসলামী আকিদার নয়। কেননা ইসলামী তাবলীগের তরিকা ও তালীম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহ হতে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু ইলিয়াছি তাবলীগের তরিকা হলো ইলিয়াছ মেওয়াতীর এবং তালীম হলো মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর।

৫। উক্ত কিতাবের ৯৩ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "এই তাবলীগি সফর জিহাদের বিশেষত্ব ও বরকত নিজের মধ্যে রাখে। সেই জন্য ঐ পুরস্কারও আসা করা যায়। যদিও ইহা যুদ্ধ নয়, এ কাজ জিহাদেরই একটি অংশ নিশ্চয়ই বটে। ইহা (তাবলীগি সফর) কোন কোন হিসাবে কাটাকাটি-রক্তারক্তি হতে যদিও নিম্নস্তরের, কিন্তু আবার কোন কোন হিসাবে উহা (জিহাদ) হতে উচ্চস্তরের।" (মাও. সাখাওয়াতুল্লাহ কর্তৃক অনুবাদকৃত মালফুজাত নং ৯৩)

জবাব ঃ ইলিয়াছ মেওয়াতি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে তাবলীগ জামাত উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় হানাহানী-যুদ্ধের কষ্ট এবং প্রাণহানীর ভয় থাকে। তাবলীগ জামাতের চিল্লায় এসব দ্বন্দ হানহানী নেই। উপরোক্ত উদ্দেশ্যমূলক কথা কুরআন-হাদীস বিরুদ্ধ। পাক কালামে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের অনেক মর্যাদা বর্ণিত আছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থাৎ "নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে আর তারাই সফলকাম।" (সূরা তাওবা-২০)

এ হলো জিহাদের গুরুত্ব। স্বয়ং আল্লাহ বললেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ উত্তম। আর ইলিয়াছ মেওয়াতী বললেন তাবলীগ উত্তম। এখানেও তিনি আল্লাহর কালামের বিরোধীতা করলেন। ইলিয়াছ মেওয়াতীর মনগড়া বক্তব্য আল কুরআনের বিরোধী। কোথায় জিহাদ, আর কোথায় ইলিয়াছ মেওয়াতীর মসজিদ সফর। ভন্ডামীর একটা সীমা আছে, কিন্তু ইলিয়াছ মেওয়াতীর ভন্ডামী সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইলিয়াছি তাবলীগীদের আসল চেহারা উন্মোচন হয় সূরা তাওবার ১০৭ নং আয়াত দ্বারা। তাবুকের যুদ্ধে কিছু মুনাফিক যুদ্ধে (জিহাদ) না গিয়ে মসজিদে কুবার নিকট মসজিদে জেরা নির্মাণ করেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছিলেন। তখন সেই মুনাফিকেরা নবীজির সামনে এসে বললো ইয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি, আপনি আসুন এবং সালাত আদায় করুন। মুনাফিকদের ইচ্ছা ছিল তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিয়ে মসজিদ উদ্বোধন করাবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করলেন।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ "আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে" (সূরা তাওবা-১০৭)

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হলো। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের ৫ম খন্ডে এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সেখানে উল্লেখ আছে, মুনাফিকদের ইচ্ছা ছিল তারা মসজিদে কুবার মুসল্লীদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। বর্তমানে তাবলীগ জামাতিরা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ তৈরি করছে। দেখা গেছে আশেপাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও তারা মসিজদ তৈরি করছে এবং তার নাম দিচ্ছে মারকাজ মসজিদ। এভাবে এলাকার মুসল্লীদের মধ্যে মসজিদ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং মুসল্লী বিভক্ত হচ্ছে, যা কিনা মসজিদে জেরার সমতুল্য। অধিকাংশ মারকাজ মসজিদ জিদের বশবর্তী হয়ে তৈরি করা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত মারকাজ মসজিদে তাবলীগ জামাতের লোক ব্যতিত অন্য কেউ নামাজ আদায় করতে যায় না। তাই মারকাজ মসজিদ আর মসজিদে জেরা একই। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে জিদের বশবর্তী হয়ে তৈরি করা মসজিদে জেরা ভেঙ্গে ফেলা হলো। তাই উক্ত আয়াত হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে সমস্ত মসজিদ জিদের বশবর্তী হয়ে এবং মুসল্লীদেরকে বিভক্ত করার জন্য তৈরি করা হয়, সে সব মসজিদে নামাজ পড়া জায়েজ নাই, তা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ। এরকম অনেক মসজিদ আছে যা অন্যের জায়গা দখল করে তৈরি করা হয়েছে। দখলকারী নিচ তলায় মার্কেট, দ্বিতীয় তলায় মসজিদ এবং তৃতীয় তলা থেকে বসবাস করার এ্যাপার্টমেন্ট তৈরি

Yaadhibloogspot.com

করেছে। দখলকারী চিন্তা করেছে যে, যেহেতু মসজিদ আছে তা কেউ ভাঙতে পারবে না। এভাবে সারাজীবন অন্যের সম্পদ ভোগ করতে পারবো। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত মসজিদও ভেঙ্গে ফেলা যাবে।

৬। উক্ত কিতাবের ১১১ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "আম্বিয়া আলাইহিচ্ছালামগণ যদিও মাছুম (বেগুনাহ), মাহফুজ (সংরক্ষিত) এবং এলেম ও শিক্ষা-দীক্ষা সরাসরি আল্লাহর তরফ হতে লাভ করেছেন- তথাপিও তাঁরা যখন তালিম ও হেদায়েতের তাবলীগের জন্য সাধারণ লোকদের সাথে মেলামেশা করতেন তখন তাদের অন্তরসমূহে সেই সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা ও আবর্জনা প্রতিফলিত হত।"

জবাব ঃ এ উক্তি দ্বারা নবীগণের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে। নবীগণ তো অন্যের অন্তরের ময়লা দূর করেন। তাদের অন্তরে আবার কেমন করে ময়লা ও আবর্জনা প্রতিফলিত হবে? এ ধরণের কুফুরী আকিদা যে ব্যক্তি পোষন করবে তার অন্ত রই ময়লা ও আবর্জনা তথা কুফুরীতে ভরা। সেই দৃষ্টিতে ইলিয়াছ মেওয়াতীর অন্তরই কুফুরীতে পরিপূর্ণ। তা নাহলে সে কিভাবে নবীদের প্রতি এমন ধারণা করতে পারে? নবীগণ হেদায়েত দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে আসছেন, হেদায়েত নেওয়ার জন্য নয়।

৭। উক্ত কিতাবের ১১৩নং মালফুজাত (৪) এ ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "জাকাত ও সদকা তো পাতিলের ময়লা ও দূষিত অংশের মত, উহা বের করে ফেলা জরুরী। হাদিয়া হলো তৈরি খাবারে খুসবু সুগন্ধি ঢেলে দেয়া।"

জবাব ঃ যাকাত হলো ইসলামী পঞ্চবেনা তথা ৫টি ভিত্তির একটি। ইহা ফরজ অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাত না দিলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে হাদিয়া হলো মোস্তাহাব, না দিলে কোন গুনাহ হবে না। অথচ ইলিয়াছ মেওয়াতী ফরজ যাকাতকে ময়লা ও আবর্জনার সাথে তুলনা করেছেন অর্থাৎ তার মতে ফরজ (যাকাত) হলো ময়লা ও আবর্জনা (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্যই ইলিয়াছ মেওয়াতী তার ৬টি উসুলের মধ্যে যাকাত কে বাদ দিয়েছে। যে ব্যক্তি ফরজকে ময়লা ও আবর্জনার সাথে তুলনা করে, সে বেঈমান অর্থাৎ তার ঈমান বলতে কিছুই নাই যদিও সে লেবাছধারী। কাদিয়ানীরাও লেবাছধারী কিন্তু মুসলিম নয়।

৮। উক্ত কিতাবের ১১৩ নং মালফুজাত (৩) এ ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, "তাবলীগী কাজে বের হওয়া হলো হিজরত।"

জবাব ঃ তার কথায় বুঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনা হিজরত করা আর তাবলীগ জামাতীদের মসজিদে মসজিদে অবস্থান করা এক সমান সওয়াব। ইলিয়াছ মেওয়াতীর এ ধরণের উক্তি ইসলাম ও নবীজি (সা) এর প্রতি কটাক্ষ ছাড়া কিছুই নয়। কেননা হিজরত কাকে বলে তিনি জানেন না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন মক্কায় কাফেরগণ হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল, তখন মহান আল্লাহর হুকুমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়

হিজরত করলেন। কোথায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরত আর কোথায় তাবলীগ জামাতীদের মসজিদ ভ্রমন। হিজরত আর ভ্রমন কি এক হয়? হায়রে ভন্ড ইলিয়াছ! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অত্যাচারে হিজরত করেছেন, আর তাবলীগ জামাতের লোকজন পরিবারের ভোরণ-পোষনের ভয়ে মসজিদ ভ্রমন করেন। আবার কিছু আসামী পুলিশের ভয়ে তাবলীগ জামাতে গিয়ে সামিল হয়। আরও কিছু বিদ্বান লোক (নিজেদের মতে) সত্যের মানদন্ডে বিচার না করে সওয়াবের আশায় বুক বেঁধে তাবলীগের ভ্রমনে বের হয়। কোথায় হিজরত আর কোথায় ভ্রমন! কোথায় হিজরত আর কোথায় আসামীর পলায়ন?

আরও উল্লেখ্য যে, যেদিন মক্কা বিজয় হয়েছে সেদিন থেকে হিজরত বন্ধ হয়ে গেছে। প্রমানস্বরূপ দেখুন বুখারী শরীফের কিতাবুল জিহাদের 'বাবু লা হিজরাতা বা'দাল ফাত'ই পরিচ্ছেদ (জিহাদ অধ্যায়ের 'বিজয়ের পর হিজরতের দরকার নেই' পরিচ্ছেদ)। পাঠকগণের সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরীফের ৫ম খন্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা জিহাদ অধ্যায়ের 'বিজয়ের পর হিজরতের দরকার নেই' পরিচ্ছেদ হতে ২টি হাদিস শরীফ উল্লেখ করছি।

٢٨٦١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعٍ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلَامِ

২৮৬১ নং হাদিসঃ হযরত মজাশি' ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইবনে মাসউদ (রা.) কে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বাইয়াত নিচ্ছি।'

٢٨٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا : اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

২৮৬২ নং হাদিস ঃ হযরত আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইর (রা.) সহ আয়িশা (রা.) এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ

তা'য়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

বুখারী শরীফের উপরোক্ত ২টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তাই তাবলীগ জামাতের মসজিদ সফর কোন হিজরত নয়। ইলিয়াছ মেওয়াতির উক্তি "তাবলীগী কাজে বের হওয়া হলো হিজরত" ইহা সম্পূর্ণ মনগড়া ও হাদীস বিরোধী উক্তি। এ ধরণের উক্তি করা ভন্ডামীর লক্ষণ বৈ কিছু নয়।

৯। উক্ত কিতাবের ১৪০ নং মালফুজাতে বলেন-"তাবলীগের কাজে তিন দিন দাও, পাঁচদিন দাও অথবা সাতদিন দাও-এসব কথা ছেড়ে দাও। শুধু এ কথাই বলতে থাক যে, ইহাই একমাত্র রাস্তা, যে যত বেশি করবে, ততই বেশি পাবে। এর কোন সীমা নাই শেষ নাই।"

জবাব ঃ ইলিয়াছ মেওয়াতী এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার আবিষ্কার করা তাবলীগই একমাত্র রাস্তা বা সঠিক পথ। এখন যারা প্রচলিত তাবলীগ করে না তারা কি মুসলমান নয়? হযরত হাসান বসরী (রহ.), বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), শাহ জালাল (রহ.) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কেরামগণ এই তাবলীগ করেননি। তাঁদের সময় এই তাবলীগ ছিল না। তাহলে তারা কি ভ্রান্ত ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্যই কি তাবলীগ জামাতের সদস্যরা মসজিদে মসজিদে ঘুরে তাবলীগ করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন মুসলমান বানানোর জন্য? ইলিয়াছ মেওয়াতীর কথায় বোঝা যায় যে, তার তাবলীগী রাস্তা সঠিক আর সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরামের রাস্তা ভ্রান্ত (নাউযুবিল্লাহ)।

১০। উক্ত কিতাবের ২০৯ নং মালফুজাতে ইলিয়াছ মেওয়াতী বলেন, দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব আমার নিকট বর্তমানে এত জরুরী যে, যদি কোন ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় দেখে যে, একজন নতুন মানুষ আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে, পুনরায় তাকে পাবার সম্ভাবনা নেই। তবে আমার মতে মধ্যখানে নামাজ ভেঙ্গে ঐ ব্যক্তির সাথে দ্বীনি কথাবার্তা সেরে নেয়া উচিত।

জবাব ঃ ইসলামী শরিয়তে দ্বীনের কথা বলার উদ্দেশ্যে নামাজ ভেঙ্গে ফেলার কোন অনুমতি নাই। ইহা একটি মনগড়া আকিদা যা, ইলিয়াস মেওয়াতী নিজেও স্বীকার করেছেন। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন 'আমার মতে' অর্থাৎ ইসলামী মত তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতে নয়। যারা ইলিয়াছ মেওয়াতীর এ কথা বিশ্বাস করবে তারা নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বাদ দিয়ে ইলিয়াছকেই নবী বানিয়ে নিবে (নাউযুবিল্লাহ)। আর নামাজের মধ্যে একাগ্রতা থাকলে তথা হুজুরী কলবে নামাজ হলে কে আসলো বা গেলো তা বোঝা যাবে না। নামাজের মধ্যে একাগ্রতা না থাকলে কি নামাজ হবে?

উপরের উক্তি ও তার জবাব হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাবলীগ জামাতীরা ইসলামী মতবাদ বাদ দিয়ে নিজেদের তথা ইলিয়াছের মতবাদ অর্থাৎ বদমাযহাব গ্রহণ ও প্রচার

করছে। শক্ত হাতে ইহা প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ঈমানী দায়িত্ব। বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' কিতাবে মন্তব্য করেন যে, কোন বদমাযহাবীকে ওয়াজ করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওয়াজ বন্ধ করার নির্দেশ দিবে। অনুরূপভাবে বদমাযহাবীদের ওয়াজ মাহফিলে গমন করা ঈমানদার মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই। তবে তার বদমাযহাব খন্ডন করা বা তার সাথে বাহাছ করার উদ্দেশ্যে তার মাহফিলে গমন করা বৈধ।

আল্লামা ইমাম তাহতাবী বলেন, বদমাযহাবী আলেমের ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েজ নাই। এরূপ আলেমকে দিয়ে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করাও নাজায়েজ। ভুলবশতঃ যদি তার পিছনে নামাজ আদায় করা হয়, তবে সেই নামাজ পুনরায় পড়তে হয়। তাই ভ্রান্ত তাবলীগ জামাতের অনুসারী আলেমের ওয়াজ শুনা হতে এবং তাদের পিছনে নামাজ আদায় হতে বিরত থাকুন। কেননা তাবলীগ জামাতীগণ বদমাযহাব অনুসরণ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার তাওফিক দান করুন এবং সঠিক পথে পরিচালনা করুন। আমিন!!!

-০-

www.Facebook.com/Y.BICS

Www.Facebook.com/Hafezyusuf90

Www.Twitter.com/Aayqadri

Www.Instagram.com/Aayqadri

Www.Yqadri.tumblr.com

Www.Yqadri.blogspot.com

Www.Yqadri.WordPress.com